একটি রোলেক্স

মনজিলুর রহমান

কর্মস্থলে রওনা দিতে প্রতেক দিনই দেরি হয়ে যায় রাকিবের । যাত্রার প্রাক্কালে ছোটখাট বিভিন্ন কাজ ভয়ানক অনিবার্য হয়ে উঠে তামাশা দেখে তার । স্ত্রী সেই সকাল সাতটায় ছুটে গেছে নিজ কর্মে আসবে সেই বিকেল তিনটায় । বাচ্চাদের স্কুল গ্রীষ্মের ছুটি । ঘরে বসে সারাদিন খেলাখেলি হৈ হুল্লা । কাজে যাবার পূর্বে তাদের তাদের গোসল করান, খাওয়ানো পরিচর্যা করে তবে বেরান । তারপর নির্বকল্প পঁচিশ মাইল রাস্তা মাড়িয়ে তবে কর্মে পৌঁছা । ট্রফিক জামে পড়লে তো রক্ষে নেই । আধা ঘন্টার রাস্তায় এক দেড় ঘন্টা লেগে যায়

এক ছেলে এক মেয়ের ছোট সংসার রাকিবের । স্ত্রী কাজ করে সকালে তাই কাজ নিয়েছে বিকালের শিফটে্। তার শিফট্ শুরু বেলা দু'টোয় ।আজ ও ভেবেছিল যে করেই হোক সোয়া একটার মধ্যে বের হবে। কিন্তু অবশেষে দেরি হয়েই গেল ।বের হবে ঠিক সে মূহুর্তে এক টেলিমার্কেটিং এর ফোন। ফোনটি তুলে বিপদে পড়তে হলো । সে কিছুতেই ফোন রাখতে চায় না । একজন ফোন না রাখলে তো তার মুখের উপর ধপ করে রেখে দে ওয়া যায় না । এটা ভারী বেয়াদবি । তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কাছে বক বকানি করতে করতে দেরী হয়ে গেল । প্রস্রাবের একটা চাপ অনুভুত হয়েছিল এ সময়ে মূত্রথলিতে , কিন্তু বাথরুমে যেতে চায়নি , এমনিতেই একটা চল্লিশ বেজে গিয়েছে ।

সে যে কোম্পানীতে চাকরি করে তার সুপারভাইজারটা বেশ ভাল । হিস্পানিক ভদ্রলোক , নাম লুইস । সব সময় হেসে হেসে কথা বলে । দেখা হলেই সে বলে , " আমিগো ক্যাপাছো ? " এটা হিস্পানিক শব্দ যার অর্থ হে বন্ধু কেমন আছ ? এর আগে রিচার্ড নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ ছিল, ব্যাটা বদের হাড্ডি । তার মুখে হাসির ছিটেফোটা দেখেনি গত দু;বছরে । যে কোন সামান্য ব্যাপারেই একটা বিরাট ঝামেলা বাঁধায়ে বসত । তার অত্যাচারে চাকরিটা তো প্রায় ছেড়েই দিতে চেয়েছিল রাকিব ।ফ্রিটোলে , আমেরিকান স্নাক এ্যান্ড চিপস কোম্পানী । ভাল একটি কোম্পানী । মেডিক্যাল , ইন্সুয়েরেন্স , সিক পে , ভ্যাকেশানসহ ভাল বেনিফিট আছে কোম্পানী টিতে । তা নাহলে এতদিনে চাকরিটি ছেড়েই দিতে হতো । লুইস আসার পরে মনে একটা আস্থা এসেছে না, চাকরিটা বোধ হয় ছাড়তে হবে না।

বাড়ি থেকে বের হয়ে জিমি কার্টার ব্লু বার্ডে লেফর্ট টার্ন নিলেই কয়েক লাইট পরেই হাইওয়ে ৮৫ । খুব জোরে সোরেই গাড়ি চালচ্ছিল রাকিব । এর মধ্যে প্রস্রাবের বেগটা আরো প্রবলতর হলো ওটাকে খালি না করলে নয় । কারণ হাইওয়েতে নামলে তো আর খালি করার সুযোগ থাকবে না । হাইওয়েতে নামার আগেই সেল পেট্রোল ফিলিং ষ্টেশান, ঢুকতে বাধ্য হলো সেখানে ।

মূল ষ্টোরের পিছনে পাকিং স্পটের কাছ ঘেঁষে রয়েছে দু'টো বাথরুম । একটা পুরুষদের অন্যটা মহিলাদের । রাকিব বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখে বাথরুমের সামনের পার্ক করা রয়েছে কালো রং এর একটি বিলাস বহুল মার্সিডিজ -বেন্জ । দারুণ বাহারি গাড়ি । পুরুষদের বাথরুম থেকে হুড়মূড় করে বেরিয়ে এলেন এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এর পর পরই মহিলাদের বাথরুম থেকে ফুট ফুটে এক শ্বেতাঙ্গগিনী অর্ধ উলঙ্গ হাই হিল পড়া বক পখির মত কোমর দোলাতে দোলাতে গাড়িতে উঠে এলো । উঠেই বলল, লেটস্ গো ।

বাথরুমের দরজা খুলতেই রাকিবের চোখ পড়ল বেসিনের ওপর ওটা কী চকচক করছে ? তার উপর দু'চার ফোটা জলও মুক্তদানার মত বিকিরণ ছড়াচ্ছে। রাকিব আঁতকে উঠে । ওমা , ''একটি রোলেক্স ।'' রোলেক্স ঘড়ি , ডে ডেট সুপার প্রেসিডেন্টাল রোলেক্স যার মূল্য কমকরে হলেও দশ হাজার ডলার । নিশ্চয় ঐ ভদ্রলোকের যিনি দরজা খুলে কেবল বেরিয়ে গেলেন । বাথরুম ব্যবহার করে হাতমুখ ধোবার সময় ঘড়িটি খুলে বেসিনের উপর রেখেছেন। তাড়াতাড়ি বের হয়েছেন হাতে দিতে ভুল করেছেন। রাকিব তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভদ্রলোককে খোঁজ করল । কোথাকার ভদ্রলোক কোথায় ? গাড়ি চড়ে তিনি হাওয়া । তাকে কি আর পাওয়া যায় ?

রাকিব ঘড়িটাকে পকেটস্থ করে । বাথরুমের দরজা বন্ধ তবুও চারদিকে তাকিয়ে নিল। কেউ তাকে দেখেনি তো ঘড়িটাকে পকেটে ঢোকাতে । পেচ্ছাপ করার পরমাথাটা বেশ ভালই কাজ করছে । দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। সামনে পাম্পে লোকজন যে যার গাড়িতে পেট্রোল ঢোকাচ্ছে । আরেকটা গাড়ি এসে বাথরুমের সামনে দাঁড়াল ।

ফ্যাকটরিতে ঢুকতে সামান্য দেরি হয়ে গেল । কী আর করা যাবে । বেশ আত্মবিশ্বাসী পায়ে ব্রেক রুমে ঢুকল । নিজস্ব পোষাকটা পাল্টিয়ে কোম্পানীর ইউ-নিফরমটা গায়ে ঢোকাল । চোখে মুখে অস্থির উজ্জ্বলতা , হাঁটাচলা সাবলীল । ভেন্ডিং মেশিন তিনটে কোয়াটার (৭৫ সেন্টস) ঢুকাল টপ করে একটা কোকা কোলার ক্যান বেরিয়ে এলো । তাতে চুমুক দিতে দিতে ডিউটি রুমের দিকে এগিয়ে গেল ।

কো-ওয়ার্কার গুলো এ ওর দিকে চাওয়াচায়ি করিছল । অন্য দিন ছোকরা চুপচাপই থাকে । আজ ব্যাপার কী ! আজ একদম অন্য রকম লাগছে । এক জন তো বলেই ফেলল , ' হোয়াটস আপ বাডি ? লুকস্ ভেরী হ্যাপি , হ্যাভ য়্যু হিট দ্যা জ্যাকপট ? ওর গট এ নিউ গার্ল ফ্রেন্ড ।'

রাকিব ঘাবড়ে গিয়েছিল । তকে কি কোনও ভাবে অস্বাভাবিক লাগছে আজ ? একটুতেই আশংকিত হয়ে ওঠা ওর চিরালের স্বভাব । নিজকে একটু সামলে নিয়ে সে উত্তর দেয় ' নো , নো , ডুয়িং সাম ইয়োগো এক্সারসাইজ রিসেন্টলি , দ্যাটস্ হোয়াই লুকিং ফ্রেস ।

আবার সবাই চুপ । কিন্তু রাকিবের কিছুতেই মন বসছে না ।বারবার মনে আসে ঘড়িটার কথা । প্যান্টের পকেটে ওটা খচখচ করছে । গুটিয়ে থাকা সাপের মতো ওটার উপস্থিতি আতংকিত করে তাকে ।

এয়ারকন্ডিশানের মধ্যে থেকেও মনে হচ্ছে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে । মনটা ভারী অস্থির লাগছে । রাকিব বাথরুমে ঢুকে পড়ে আয়নার সামনে নিজের চেহা-রাটা আরেকবার দেখে নেয় । সিঙ্ক ছেড়ে নাকে মুখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিয়ে তা আবার পেপার তাওয়াল দিয়ে মুছে ফেলে । বাথরুমের দরজার দিকে নজর ফেলে আরেকবার পরখ করে নেয় ওটা ভাল করে বন্ধ করেছে কিনা। এবার পকেট থেকে ঘড়িটাকে বের করে উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে । ঘড়িটা মেড ইন হংকং বা ফিলা মার্কেটের নয় তো ?

তা হলে এখন সে কী করবে , বুঝে উঠতে পারে না । ভেতরে ভেতরে একটা রোমাঞ্চ কাজ করছে । যদি ওটা আসল রোলেক্স হয় তা হলে অসংখ্য সম্ভাবনা । ওফ্ । গুন গুনকরে গান গাইতে গাইতে সে বাথরুম থেকে বেরোয় -- ' ইউ আর মাই জ্যাক পট ।'

বছরখনেক হলো নতুন বাড়ি কিনতে পার্সোনাল লোন নিতে হয়েছে । বাড়ির মর্টগেজ গুনতে হচ্ছে মাসে মাসে পনের শ' ডলার । আবার ক্রেডিট কার্ডের ঢের ঢের বিল পড়ে রয়েছে। তার পর সংসার খরচ । বেতনের তিন হাজার ডলার যে কোথা দিয়ে উবে যায় , কে জানে । ব্যাংক ব্যালান্স শূণ্যের কোঠায় । নাজেহাল অবস্থা । সামনের মাসের বিশ তারিখে ছেলের জন্মদিন। গত দু'বছর ধরে ছেলের জম্মদিনের পার্টি দেওয়া হয় না। এবার ছয় মাস আগে থেকেই বউ বলে আসছে ছেলের জন্মদিনে পার্টি দিতে হবে । এমন সময় বেশ টাকার দরকার রাকিবের । আর ঠিক এ মূহুর্তেই পৌঢ় ধন হাতের মুঠোয় একেবারে সাক্ষাত জ্যাকপট । সালার ঘড়িটা রীতিমত সংকটে ফেলেছে দিয়েছে ।

রাত দিন চব্বিশ ঘন্টাই খোলা ফ্যাক্টরী । রাকিব ডিউটি করে বেলা দু'টো থেকে রাত দশটা অবধি । কখন যে দশটা বেজে গেছে সে টেরই পায়নি । টের পেল কলন , রাতের ডিউটিতে আসা জনসন যখন এসে তার ঘাড়ে হাত রেখে বলে উঠল, 'হ্যায় রকি হাউ আর য়্যু । ' জনসনকে দেখে তার মতিভ্রম হলো সে তো রাতে কাজ করে তাহলে কি দশটা বেজে গেছে । হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে হ্যাঁ , তাইতো দশটা বাজঁতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি । সেই একই পথে বাড়ি ফেরা । দীর্ঘ হাইওয়ে মাড়িয়ে জিমি কার্টারে টার্ন নিতেই সেল ফিলিং ষ্টেশানটি । তখন রাত সাড়ে দশটা প্রায় বাজে । টার্ন নিল ষ্টেশানে । তারপর সন্তপর্ণে ঢুকল ষ্টোরে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল ভয়ে ভয়ে কেউ কোথাও আছে কিনা । না কেউ কোথাও নেই । ষ্টোরে লোকজন না থাকায় ষ্টোর ক্লার্ক একটা ডাস্টার হাতে এটা ওটা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করছিল । পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে তার কাছে জমা দিয়ে বলবে , আজ বিকেলে সে এটা বাথরুমে পেয়েছে কেউ এসে খোঁজ নিলে তা যেন প্রকৃত মালিককে ফেরত দিয়ে দেয় । বের করতে যাবে আর কী , আমনি মনে পড় কাজলের কথা । পাচঁ বছর হলো তাকে নিয়ে এসেছে আমেরিকা । আসার পর থেকে ইউটকো ঝামেলা ছাড়া কীই বা দিতে পেরেছে তাকে । বরাবরই বলে আসছে তোমায় একটা সোনার টুকরা ছেলে উপহার দিলাম বিনিময়ে তুমি আমাকে কিছুই দিলে না । এবার ছেলের জন্মদিনে সোনার কিছু একটা দিলে নিশ্চয়ই খুশি হবে । সোনার মেয়েদের মেয়েদের অতি প্রিয় সে যাই হোক । সোনা হলেই হলো ।

পরে ভাবল , ঘড়িটা যখন ফেরৎ দিলই না । এক কাজ করি ছেলেটাকে একটু বাজিয়ে দেখি তো । বুদ্ধি খাটিয়ে বলল , আজ দুপুরে সে তাদের বাথরুম ব্যবহার করেছিল । ভুল করে সে তার চাবির ছড়া ফেলে গেছে সেখানে । কেউ কি পেয়ে তার কাছে জমা দিয়ে গেছে ? ছেলেটা জবাবে বলল , না না কেউ কোন চাবি দিয়ে যায়নি। যাক , বাচাঁ গেল ঘড়িটার খোঁজে তখনও কেউ আসেনি। আসলে নিশ্চয় সে বলত চাবির ছড়া নয়, এক ভদ্রলোক তার ঘড়ি ফেলে গেছে তারই খোঁজে এসেছিল সে ।

সে সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলে । পন সপ । পন সপে বেচে দিবে তাকে । এতরাতে তো সব পন সপ বন্ধ । কাল সকাল নটার আগে খুলবে না । কিন্তু ঘড়িটাকে নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে । ওটা যতক্ষণ সংগে থাকবে স্বস্তি দেবে না , বিষ মেশাবে মগজে ।

পরদিন সকাল দশটায় মল অফ জর্জিয়ায় বিখ্যাত পন সপ আমেরিকান পন সপে রাকিব সাহস করে ঢুকে পড়ল । স্বচ্ছ কাঁচের খাঁচার মধ্যে ষ্টোর ক্লার্ক বসে আছে । সামনে একটা কম্পিউটারাইজড ক্যাশ রেজিষ্টার । খাঁচায় আবার দু'টো জানালাও আছে । যাক গে , তার একটি দিয়ে হাত পুরে ঘড়িটাকে সে এগিয়ে দেয় ভদ্রলোকের দিকে ' দেখুন তো এটার কত দাম আসে ; বলার সময় তার গলা কেঁপে উঠেছিল সংশয়ে । আসল রোলেক্স না হলে তো ভয়ানক অপমান। তবু রক্ষা আশেপাশে কোনও চেনা জানা লোক নেই । এত দামীয় জিনিস যদি মালিকানার ডকুমেন্ট চেয়ে বসে । বলবে , আউট অফ ষ্টেট থেকে এসেছে হঠাৎ ক্যাশ টাকার দরকার হয়ে পড়ায় বেচতে বাধ্য হয়েছে ডকুমেন্ট তো কাছে নেই ।

লোকটা তার কাছে এসব কিছুই জিজ্ঞেস করল না। ঘড়িটা হাতে নিয়ে কম্পিউটারে কয়েকটা বোতাম টিপা টিপি করল । কি টিপল সেই জানে ।কিছুক্ষণ বাদে বলল , ডে ডেট সুপার প্রেসিডেন্টাল রোলেক্স এর মার্কেট মূল্য আছে দশ হাজার ছয় শ' পঞ্চাশ ডলার । দুই বছেরের পুরান তাই তার কম্পানী চার হাজার ডলারের বেশী দিবে না ।

না , এ দামে দেওয়া যাবে না । বলে রাকিব একটা মোড় দিল দামটা যদি একটু বাড়ান যায় ।

দোকানীও তার দামে অনড় ।চার হাজারের বেশী দিবে না।

অবশেষে রাকিব রাজী হয়ে গেল ঐ দামে । মনে মনে বলল ,' ভিক্ষের চাল কাড়া, আর আকাড়া । বাবা দামটা দে এখান থেকে সটকে পড়ি ।' মুখে বলল , ' আমার একটা তাড়াহুড়ো আছে । হুট করে টাকার দরকার হয়ে পড়ল , না হলে কেউ শখের জিনিস বেচে , বলুন তো ।'

দ্যাটস অল রাইট । বলে লোকটা জিজ্ঞেস করল , ' ক্যাশ নিবেন না চেক ?

না, না আমার ক্যাশ দরকার । চেকটা আবার কোথায় ভাঙাব তার চাইতে আপনি ক্যাশ টাকাই দিন।

লোকটা চল্লিশটা এক শ' ডলারের নোট কাউন্টারের উয়িন্ড দিয়ে একটা একটা করে গুনে দিল রাকিবের হাতে । রাকিব ওগুলোকে পকেটে পুরে চট করে এসে নিজের গাড়িতে স্টার্ট দেয় । চলন্ত গাড়িতে একহাতে

গাড়ির ইস্টিয়ারিংটা শক্ত করে ধরে অন্য হাতটা পকেটে ঢুকায়ে মাঝে মাঝে ডলার গুলো টাচ করে তার গন্ধ সুকে নেয় । ওফ , কী সুঘ্রাণ । মুহূর্তে সে কুঁকড়ে যায় । ছিঃ , কতটা নিচে নেমে গেছে সে ।

কিন্তু আর কীই করতে পারত সে । পনের হাজার ডলার লোন নিয়ে গাড়িটা কেনা হয়েছে । মাস শেষে সেখানে ও দিতে হয় আড়াই শ' ডলার । গাড়িটা বেশ জোরে শোরেই চালাচ্ছিল , বাচ্চা দু'টোকে অ্যানএটেনডেন্স রেখে এসেছে বাড়িতে । বেশী জোরে গাড়ি চালালে আবার পুলিশ টিকিটেরও ভয় আছে । সামনের ট্রাফিক সিগন্যালে আবার রেড লাইট পড়ে গেল । থামতে হলো সেখানে । একটু বিরক্ত হয়ে উঠল , রেড লাইট তুই আর জ্বলার সময় পেলি না ! গ্যারেজে গাড়ি রেখে যখন ঘরে ঢুকলো , মেয়েটা এসে বলল, আব্বু ,' ভাইয়া কেঁদেছে মনে হয় ক্ষুদা পেগেছে , ওকে ফ্রান্স ফ্রাই ভেজে দিবে ? '

ঠিক আছে দিচ্ছি । বলে , ড্রয়ারটা খুলে টাকা গুলো রেখে ঢুকল রান্নাশালে । মনে মনে বলল , আগামি উয়িকেন্ডে ছেলের জন্মদিন উদযাপনের সিদ্ধান্তের কথা কাজলকে জানাবে ।

শনি ও রবিবার দুইদিন সাপ্তাহিক ছুটি । রাকিবের ঘুম ভেঙেছে সেই সকালেই । তবুও সে চোখ বুজে শুয়ে ছিল । ছাই পাশ চিন্তা করে ওর মগজটা ক্লান্ত । এখন ওটাকে একটু রেহাই দিতে হত। কিন্তু তলে তলে চোরা স্রোতগুলো কে ঠেকাবে । সে যা করল ঠিক করল তো ? এর ফল কি ? বাথরুমে তো কেউ তাকে দেখেনি ঘড়িটি পকেটস্ত করতে , কিন্তু ; পন সপে বিক্রি করেছে এ তথ্যটা যদি বেরিয়ে আসে? পরে কেউ তার পিছু নেবে না তো ? ঘড়িটার কাল্পনিক কলুষ নিশ্চয় ছুঁতে পারবে না রাকিবকে । নিশ্চয় এটা কোন অন্যায় হবে না ? পর ক্ষণেই আত্মধিক্কারে সোচ্চারহয়ে ওঠে সে । বিবেক বলতে তো একটা তো একটা কথা আছে ? আরে বিবেক করে কি হতো প্রকৃত মালিককে সে কোথায় খুজে পাবে ? রাতে যখন সে সন্ধান নিতে গেল তো যে ঘড়িরটার সন্ধানে কেউ এসছে কিনা ? না কেউ আসেইনি । হয়তো সে মনেও করতে পারেনি কোথায় সে খুয়িয়েছে তার ঘড়িরটা । বোকার মত তার কাছে জমা দিলে হয়ত সে নিজেই আত্মসাৎ করে ফেলতে পারত ওটাকে ।

এমন সময় স্ত্রী কাজল ঢুকলো রুমে , ' কি গো এখনও ঘুমিয়ে আছ ? উঠবে না ?

হ্যাঁ , উঠবো তো ! তুমি এই দিকে একটু এসো ।

না , আসব না আমার অনেক কাজ আছে ? বাচ্চা দু'টোকে ওঠাবো , ওদের নাস্তা তৈরী করব ইত্যাদি ইত্যাদি।

না আসই না ! জরুরী কথা আছে ?

কাজল এসে পাশে বসল । কি তোমার জরুরী কথাটা শুনি ?

আসছে কয়েক মাস পরেই বাবুর জন্মদিন। বিগত ক'বছর ধরেই তো ওর জন্ম দিনে কোন পার্টি-টার্টি দেওয়া হয়না । সংসারে টানাটানি তো লেগেই আছে আর সে থাকবেও । সে তো আমাদের চলার পথের সাথী তাকে যতই তাড়াতে চাও তাকে কখনও তাড়াতে পারবে না । সে আছে এবং থাকবেই । তুমিই তো বলে আসছ এবার ছেলের জন্ম দিনে পার্টি দিতে হবে না হলে বাবু খুব মন খারাপ করবে । এখানে সব ছেলেমেয়েরা জন্ম দিনে পার্টি করে ।

হ্যাঁ, বলেছি তো ! তা হলে এবার পার্টি দিবে ? গোমরা মুখটায় যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল । আবার বলল, ছেলেমেয়েদের জন্ম দিনের পাটি বা কোন অনুষ্ঠানের কথা বললেই তুমি বরাবরই এড়িয়ে যাও । কি হলো ,এবার কি লটারি হিট করেছ নাকি ?

না , না । লটারি ফটারি নয় । গতকাল এ্যাকাউনটেন্ড সহেব বললেন , গত মাসে আমাদের ফ্যাক্টরীতে প্রোডাকসন ভাল হয়েছে এবং ব্যবসাও নাকি বেশ ভাল হয়েছে , তাই আমরা আগামী মাসে একটা ভাল বোনাস পাচ্ছি । তাছাড়া খ্রীস মাসের বোনাসটা তো পাচ্ছিই । সব মিলায়ে বেশ ভাল টাকাই হাতে আসছে । আগে থেকে প্লান-পরিকল্পনা নিলে হয়ত সময়মত পার্টিটা করতে বেশ একটা অসুবিধা হবে না ।

ওমা ! তা হলে তো ভালই হয় । কতদিন বাবুটার জন্মদিনে পার্টি দেওয়া হয় না । এবার কিন্তু আমাকে সোনার একটা কিছু দিতেই হবে ? ছেলে তো আর তোমার একার নয় ? কত কষ্ট করে গর্ভে ধরেছি ।

আচ্ছা দেব ।

কাজল মুখটাকে রাকিবের গলার মধ্যে গুজে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বলতে থাকে ,' এবার ছেলে মেয়েদের গ্রীষ্মের ছুটিতে চলনা ফ্লোরিডা যাই । ডিজনি ওয়ার্ড ঘুরে আসি , ওরা কতবার যেতে চেয়েছে ? রাকিব কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল । প্রায় আচ্ছন্ন আবস্থায় সায় দিয়ে যাচ্ছিল স্ত্রীর যাবতীয় আর্জিতে । পরিণতি যাই হোক । সে আজ একজন সার্থক স্বামী হয়ে উঠতে পেরেছে , এই সাফল্যটুকুই বা কম কীসে ?'

খুশিতে ডগমগ হয়ে কাজল বেরিয়ে গেল ।

রাকিব বিছানা ছেড়ে উঠে বলল , শুভ কাজে দেরী করতে নেই । আজকে যখন তোমার আমার দু'জনেরই ছুটি । তাহলে প্রস্ততিটা আজকেই করা যাক । একটা লিষ্ট করে ফেলো কাকে কাকে নিমন্ত্রন করবে । যেন কেউ বাদ পড়ে না যায় । পরে আবার কেউ কেউ মান করবে । সবাইকে তো আনতে হবে ওই দিন। সিদ্ধান্ত হলো আজ সন্ধ্যে বেলা কোহিনূর রেস্টুরেন্টে যাবে ক্যাটারিং এর ব্যাপারে আলাপ করবে , সুবিধা না হলে ডিকেটরে রয়েছে ' মরিচ মসলা ' সেখানেও যাওয়া যেতে পারে । আর তার চেয়ে বড় কথা হল বিন্দি অথবা এশিয়া জুয়েলার্সে যেতে হবে । ওখানে বেশ খানিকটা সময় লাগবে । গয়না পছন্দের ব্যাপারে তো তাড়াহুড়া করলে চলবে না। রাতে আজ রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেব ।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো । কাজলের সাজগোজ প্রায় শেষ । বাইরে কোথাও গেলে সে কখনও আগেভাগে রেডি হতে পারে না । রাকিব তৈরী হয়ে গাড়িতে যেয়ে দু'তিন বার হর্ণ বাজাবে তবুও সে তৈরী হয় না । আর আজকে হলো তার উল্টো । সবার আগে সে তৈরী । এটা মেয়েদের স্বভাব নিজের কাজে তাদের কখনও আলসেমি নেই । যত তাড়াতাড়ি পারে তৈরী হয়ে যাবে । রাকিব তখনও তার রুমে বসে বসে কম্পিউটার চালিয়ে ইন্টারনেটে দেশ-বিদেশের খবরাখবর দেখছিল । কাজল একবার এসে তাড়া দিয়ে গেল । আবারও যখন এলো তখনও রাকিব ইন্টারনেটে।

তৃতীয় বারে কাজল রেগেমেগে বলল, তুমি যদি এখনও ওখান থেকে না ওঠ আমি কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে যাব না বলে দিচ্ছি । আর তুমি সেখানে যেয়ে যে বলবে তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি কর তা কিন্তু চলবে না ।

এবার চেয়ার ছেড়ে হুড়মুড় করে উঠে রাকিব বেছে বেছে ভাল একটা প্যান্ট শার্ট গলিয়ে নেয় শরীরে । চুল আঁচড়ায় সযত্নে । আয়নার সামনে দাঁড়ায় । বেশ ভালই দেখাচ্ছে , স্মার্ট স্মার্ট লাগছে । কিন্তু আয়নার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না সে । ঘড়ির মালিকটা এসে ঘাড়ে হাত দিয়ে কানে কানে যেন বলছে , ' কিরে ভায়া পরের ধনে পোদ্দারী ।' রাকিব কেন আনন্দিত হতে পারছে না। ফালতু চিন্তাভাবনা করা ওর একটা বদ অভ্যাস। কি দরকার ছিল এই বাহানার । পরের জিনিস আত্মসাত করে নিজের মনকে ধোকা দেওয়া ?

কাজল ইতিমধ্যে কাপড়ের আঁচলটাকে গুটিয়ে নিয়ে গাড়ির সামনের একটি সিট দখল করে বসেছে । ছেলে মেয়েরাও পিছনের সিটি বসে পড়েছে । রাকিব চাবি ঘুরাতে ঘুরাতে এসে গাড়িতে উঠে । গাড়ির সামনে পিছনে আরেক বার দেখে নেয় । স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করে বাড়ির দরজা-জানালা গুলো ভাল ভাবে দিয়েছ তো ? সে যেন এক বিরাট দায়িত্ববান পুরুষ । স্ত্রীর জবাব আসে হ্যাঁ । এবার আসে ক্যার ক্যার শব্দে গাড়ি স্টার্টের আওয়াজ । আর হুস করে পেরিয়ে যায় গলির মোড়টা । সামনে রাইট টার্ন নিলেই কোহিনূর রেস্টুরেন্ট ।

আটলান্টা , জর্জিয়া
০৮/২৭/ ০৮

লেখকের ই-মেইল :
smrahman@bellsouth.net